ওঁ নটনাথায় নমঃ

টুসু সঙ্গীত

সন ১৩৭৮ শাল ২রা পোষ

১। রচিয়তা —শ্রীহেমচন্দ্র কালিন্দী

২। বাদ্যকার :— শ্রীসীতারাম কালিন্দী

প্রকাশক—শ্রীরাধানাথ কালিন্দী ও শ্রীগঙ্গাধর কালিন্দী

শ্রীশঙ্কর চন্দ্র কালিন্দী

বিক্রোতা শ্রীঅনিল চন্দ্র মণ্ডল

গ্রাম—জবড়রা

পোষ্ট—লধুড়কা জেলা—পুরুলিয়া

মূল্য ২৫ নয়া পয়সা

শ্রীগুরু বন্দনা

রং: আমায় কৃপা কর দয়াময় ॥
যেন তোমার চরণ তলে পায় আশ্রয়

১। তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি আমার মঙ্গলময়।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ভক্তের শিবময় ॥

২। তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি অধমের স্বর্গময়।
তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র তুমি মূঢ়ের জ্যোতি ময় ॥

৩। তুমি জল তুমি স্থল তুমি হে বিশ্বময়।
তুমি শান্তি তুমি ক্লান্তি, তুমি হোও তেজময় ॥

৪। তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ তুমি প্রভু ব্রহ্মাময়।
তুমি সিন্ধু তুমি বিন্দু তুমি গো চেতনময় ॥

৫। তুমি তীর্থ তুমি গঙ্গা তুমি মা শান্তিময়।
সদ্‌গুরু মঙ্গলময় হেমকে কর জয় জয় ॥

টুসু সঙ্গীত

[১] রং বিদ্যার মাতা ও বীণাপানী
জ্ঞান দাও মা আমার জননী।

১। তোমার বরে জ্ঞান করে হোব মা আমি জ্ঞানি।
মূঢ়ের মুখে জ্ঞান সখে দাও মা বিদ্যা মনি ॥

২। অল্প বিদ্যায় শিক্ষা দাও গো জ্ঞানমনি বিদ্যামনি।
কণ্ঠে বসে থাকবে মুখে পূজবো আমি জননী ॥

৩। জোড় হাতে তোমায় পেতে আছে যে হেম ধ্যানী।
কবির তরে দয়া করে কণ্ঠে বসো ফাল্গুনী ॥

[২] রং চ লো সজনী লধুড়কা যাব।
আমরা হেলে দুলে পান খাব ॥

১। লধুড়কাতে হাট হইল ভাই চারখানা শাড়ী নিব।
খুঁটে বাঁধা বুট ভাজাটি খেয়ে খেয়ে ঘর যাব ॥

২। মাথা বাঁধা জালটি নিব খুঁট খাড়িটি নাই নিব।
কপালে টিকুলী নিব ঘরের কাজটি সারিব ॥

৩। কাঁখেতে বিলাতী নিয়ে হাটে হাটে ঘুরিব।
হেম বলে চার আনাতে কেজিতে ওজন দিব ॥

[৩] রং মনগুমানে কেন দাঁড়ালে।
তোমার সং দিব গো আড়ালে ॥

১। হাটের মাটে সবার কাছে কেন গো হাত বাড়ালে।
হাতের গয়না দিব বায়না একটুথে সময় পেলে ॥

২। রঙ্গীন শাড়ী রেশমী চুড়ি হাটের মাঝে বাছে লে।
তোমার ইচ্ছা যাবে যেটা দেখে শুনে পরে লে ॥

৩। নানা রঙের সন্দেশ করে রেখেছে গো দোকানে।
খিদা পেলে হেম বলে দোকানে যেয়ে খেয়েলে ॥

[৪] করিবি পীরিত হাঁসীবে সাবধানে।
যেমন অপর জনে না জানে ॥

১। তোমার হাঁসি প্রেম পিয়াসী রাখবী ধনী যতনে।
প্রেমের হাঁসি লাগবে ফাঁসী ফাঁদবী গো তুই গোপনে ॥

২। মুখের পানে রূপ আনে আনে চোখের নয়নে।
চলার ছলে ভালবি তলে হাঁসবি গো বঁধুর সনে ?

৩। হেম বলে আপন জনে দিব মধু নির্জ্জনে।
কাজল কালো আঁখি কালো জরী শাড়ী পরনে ॥

[৫] হিলছে দোলছে কানের মাকুড়ী।
গায়ে উড়ছে গো রঙ্গীন শাড়ী ॥

১। ছ মাস ধরে কাজ করে জমাইছি টাকা কুড়ি।
আসছে মকর হবে বতর যাসনা গো শশুর বাড়ী ॥

২। গুণের বঁধু বলে সুধু চাপ না মটর গাড়ী।
গাড়ী চেপে যাব চলে দিবি কিনে বেলকুড়ী ॥

৩। সাধের গয়না দি বায়না জানবে নাগো শাশুড়ী।
হেম বলে তোমায় পেলে ভাঙ্গবো টাকা ছ কুড়ি ॥

[৬] রং হাত দিবে না গায়ের উপরে
এখন ধৈর্য্য ধর অন্তরে।

১। গুণের বন্ধু কত বতর দিব আমি তোমারে।
বতর খুজে বছর যাবে খাবে মধু পেট ভরে ॥

২। মধু খেয়ে মত্ত হয়ে ডুবাবি প্রেমের সাগরে।
অগাদ জলে প্রেমা কুলে রাখবো আমি তোমারে ॥

৩। সাঁঝের কালে বঁধু বোলে কত মজা করব রে।
হেম বলে ফাঁকা পেলে তোমায় তুলে ধরব রে ॥

[৭] রং তোর তরে গো সকল সঁপেছি।
আমি তোর তরে বসে আছি ॥

১। তোর তরে ঘরে বাইরে প্রাণ যে কাঁদাছি।
তোর তরে এ গ্রামে কত কথায় শুনেছি ॥

২। তোর তরে আদর করে মালা গেঁথে রেখেছি।
তোর তরে গোপন করে ফুলান শাড়ী কিনেছি ॥

৩। তোর তরে প্রেম সাগরে আমি ডুব দিয়েছি।
তোর তরে হেম মোরে ভাব করা গো বুঝেছি ॥

[৭] ভুলতে নারি তোর প্রেমের হাসি।
বঁধু তোকে হে ভালবাসি ॥

১। তোমাকে না দেখতে পেলে ঘুম হয় না দিবানিশি।
তোমার হাঁসি ভালবাসি বাজাও হে মোহন বাঁশি ॥

২। ঘরের কাজে মোন না মজে হোব কথায় বিদেশী।
সকাল সাঁঝে পথের মাঝে রইবো কি আমি বাসী ॥

৩। প্রেম বালা ওহে কালা আমি প্রেম পিয়াসী।
হেম ভনে এই যৌবনে প্রেম কর দিবানিশি ॥

[৯] রং থাকিস ধনি বড় সাবটানে।
তোকে নিয়ে যাব আসমানে ॥

১। সাঁঝের কালে নদীর কুলে নিয়ে যাব গোপনে।
নিরলে যেয়ে তোমায় পেয়ে মজা করবো দুজনো ॥

২। কত ছলে কোলে তুলে খাব মধুযৌবনে।
মধু খেয়ে মত্ত হয়ে ভুলবো জ্বালা জীবনে ॥

৩। প্রেযা কুলে ডুব দিলে রাখবো তোমায় যতনে।
আসছে মকর হবে বযর ডাকবে কবি হেমুরে

[১০] মন মানে না কালার পিরীতে।
পীরিত না পারী গো ভূলিতে ॥

১। সব সময়ে মোনে করে শ্যামের সাথে মিলিতে।
হাটে মাটে পথে ঘাটে নয়ন চায় মিলিতে ॥

২। তোর কারনে এই যৌবনে হলো জ্বালা সহিতে।
কালার জ্বালায় জ্বর জ্বর জাগে রাই নিশিতে ॥

৩। কালা বড় দেয় গো জ্বালা ডাকে সই সঙ্গিতে।
মোঝে হইলে রহিতে নারী জানে শুধু হেমাতে ॥

[১১] রং ফুদনা গেঁথে বেণী দুলায়ে।
আমার মোনে কে দিলী ভুলায়ে ॥

১। বুকের উপর ঢেউ খেলায়ে যাস না ধনী আগায়ে।
চলনদেখে মোন মানে না কাঁপন ধরে হিয়ায়ে ॥

২। কুচ করে শাড়ী পরে নাকের লুলুক হিলায়ে।
বাজে নেপুর ঝুমুর ঝুমুর যাবি কথা বাজায়ে ॥

৩। চোখে তোমার প্রেমের নেশা যাচ্ছ কেন
তাকায়ে।
হেম মোরে তোমার তরে দিস না গো ফেলায়ে ॥

৩। (১২) রং কালো কালো বরণে।
আমি ভুলবো বল কেমনে ॥

[৬] ১। কৃষ্ণ কালো রাধিকা ভালো জানে যে সর্ব্বজনে।
কালোই ভালো করে আলো জাগছে গো সদা
১। মনে ॥

২। বরণ কালো আঁধার কালো ছাড়বে না ভাই
২। জীবনে।
নিন্দা করে ফেলে দূরে দিবে না অরুন্য বনে ॥

৩। ৩। জামের পাকা খাতে মাজা পালে যে লিব কিনে।
উপর কালো মিষ্টি ভালো জানে কবি হেম ভনে ॥

[৭] (১৩) রং গুনের বঁন্ধু বিদেশ গিয়েছে।
১। আমার অন্তরে শেল বাজীছে ॥

১। দুই মাস ইইল পৌষ এল বঁন্ধু যে না আইল
২। বঁন্ধু জ্বালাই মোন কে কাঁদাই বিধী নাহি মিলাছে
২। কেঁদে কেঁদে লোর মুছে অঙ্গ দড়ি হয়েছে ॥
৩। প্রেমের জ্বালাই মোনকে কাঁদাই বঁন্ধু কেমনে
রয়েছে ॥

৩। পৌষ পরবে না এলে যৌবনটা হল মিছে।
[৭] হেম বলে তোর কপালে দুঃখ যে লেখা আছে ॥

১। [১৪] রং ভমর যাছে বছরের মতন।
ও ভাব করলে মনের মতন ॥

২ ১। বতর গেলে বছর যাবে ফিরে না পাবে এমন।
জীবন যৌবন থাকে না ধন থাকবে না নব যৌবন
৩ ২। বতর গেলে একা হলে বিফল হবে গো জীবন।
মধুর রাতে সঁধুর সাথে প্রেম কর যৌবন যতন ॥

৩। যৌবন গেলে নাহি মিলে পাখী-না তোর শ্যামধন
হেম বলে প্রেমাকুলে ভয় করিস না জীবন মরণ

[১৫] বিফলে যুদ্ধ করে পাকিস্তানে।
ভারত বধিল জীবন আসমানে॥

১। ইয়া ইয়া খানের মন্ত্রণাতে প্রাণ হারালো সর্বজনে
ইন্দ্রা গান্ধির মন্ত্রণাতে খুজে খুজে মার প্রাণে॥

২। বিশ্বাসখাতক জাতি তোরা রাখিস কথা গোপনে
সম্মুখে না যুদ্ধ করে মারিস ছুরি পেছানে॥

৩। আমেরিকার যোগদানেতে ঢাকা রাখে পাকিস্তানে
অবশেষে অবস হয়ে দখল দেয় আপন মোনে॥

৪। হেম ভনে ঘনে ঘনে মেলেটারী এরুপ্লেনে।
অস্ত্র দানে আমেরিকা চীন মরে হে অপমানে॥

[১৫] রং জমি ভূমি নাই আমার হরি।
আমি দিবা নিশী খেটে মরি॥

১। ভূমি হীন হয় হে যারা কষ্টে কাল কাটায় তারা
বছর দিনের আহার প্রভু কোথায় হে যোগাড় করি

২। আমার স্বর্গে গমন করেন পিতা বর্ত্তমান আছে মাতা
মাত্র দুটী ভাই আছে হে এখন করিনা ভাই সংসারী

৩। কখনও বাদ্যরূপ ধরি কখনও রাখাল প্রহরী।
কখনও জাতি বিত্তি করি খাঁচি কুলা গণ্ডা চারি॥

৪। নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া মামা ঘরে বাস করি।
বাস্তুবাড়ী হয় সরকারী অভাবে হেম দখল করি॥

ভূমিকা

রং মোদের ঘোর কালির গানের ধারা
রূপে রসে গন্ধে রয়েছে ভরা

১। মানুষ জালি গানে গীতে গাহে পাগল পারা।
গানের নেশায় মোনকে মাতায় থাকে না ভাই
মানুষেরা ॥

২। তারি জন্যে টুসুর গানে হাত বাড়াইছি যে মোরা
সহজ সরল প্রেম লহর মাধুর্য্যে মোনহরা ॥

৩। প্রথম লেখায় মোনকে মাতায় বুঝবে হে গানের ধারা
গানের তাগে নাচবে বলে আমার মনে যায় ধরা
৪। মনে লাগে কিনবে আগে হবে কবি মন ভরা
তাদের আশায় গান লেখায় হেমের কর না দিশাহারা

হে ভগবান যেন আমি শ্রীগোবিন্দের চরণার স্থলে আশ্রয় পাই। শ্রীহেমচন্দ্র কালিন্দী।

মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।